একুশ মানে : বাংলা বলার প্রতিশ্রুতি
একুশ মানে : বাড়িয়ে দেয়া বন্ধুত্বের হাত
একুশ মানে : সত্য জয়ের অধিকার
একুশ মানে : সরাসরি কথা বলা
একুশ মানে : দেশের প্রতি নি:শর্ত ভালোবাসা
একুশ মানে : নন্দিত মনের সুন্দর ভুবন

একুশ নিউজ মিডিয়া
Ekush News Media
6362-302 Hollywood Blvd, Hollywood, CA 90028
(818) 941 3876 / (213) 925 4652 / Fax (877) 226-4524

আমাদের সংস্কৃতির অসীম অহংকার

একুশ

পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা
Bangla Newspaper From West Coast

আপনি কি হঠাৎ করে উদ্ভট এবং অচেনা পাওনাদারদের পক্ষ থেকে টাকা পয়সা দাবী করা চিঠি পাচ্ছেন ?

প্রবাসী সাবধান

বিস্তারিত ৩ পাতায়

আরকার কলাম

আপনি কি হঠাৎ করে উদ্ভট এবং অচেনা পাওনাদারদের পক্ষ থেকে টাকা পয়সা দাবী করা চিঠি পাচ্ছেন ? নিজে কখনও যে একাউন্ট খোলেননি তেমন কোন একাউন্টের বকেয়া পরিশোধের জন্য কি আপনাকে দায়ী করা হচ্ছে ?

Ekush (Bengali Community Newspaper) Hollywood, California, USA ▲ Volume 02, Issue 08, July 26, 2007 ▲ www.ekush.info ▲ ২৬ জুলাই ২০০৭ বৃহস্পতিবার ▲ ১০ রজব ১৪২৮ ▲ ১১ শ্রাবণ ১৪১৪

ফোবানা ২০০৭ ট্যালেন্ট শো

একুশ ডেস্ক

''ফোবানা ২০০৭ -২১তম নর্থ আমেরিকা বাংলাদেশ কনভেনশন'' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩২ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর উইচিটা ক্যানসাস-এ। ''প্রবাসে মূলধারা এবং নতুন প্রজন্মের সেতুবন্ধন'' শীর্ষক এই কনভেনশনের অয়োজক যৌথভাবে মিড-কন্টিনেন্ট বাংলাদেশ এসোসিয়েশন (MCBA) এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ গ্রেটার ক্যানসাস সিটি (BAGKC)। এ বছরের অনুষ্ঠানমালায় ভবিষ্যত প্রজন্মকে দেওয়া হচ্ছে ব্যাপক গুরুত্ব এবং তাদের অংশগ্রহণের জন্য আয়োজন করা হবে ''ট্যালেন্ট শো'' এবং ''ইয়ুথ ফোরাম''।

ট্যালেন্ট শো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে চারটি বিষয়ে। যেমন- গান, নাচ, আবৃত্তি, ছবি আঁকা এবং প্রতিটি বিষয় চারটি বয়স বিভাগে ঃ গ্রুপ- এ ঃ ৫ -৮ বছর ; গ্রুপ বি ঃ ৯ -১২ বছর ; গ্রপ -সি ঃ ১৩ -১৬ বছর এবং গ্রুপ ডি ঃ ১৭ -২১ বছর। প্রতি বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের জন্য থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার এবং ১ম স্থান অধিকারীরা পাবেন ২রা সেপ্টেম্বর মূল স্টেজে পরিবেশন করার বিশেষ সুযোগ। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনেচ্ছু সকলকে (বা তাদের অভিভাবকদেরকে) আগামী ৩১ জুলাই, ২০০৭ এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য এবং ফরম পাওয়া যাচ্ছে কনভেনশন ওয়েব সাইটে। ওয়েব সাইটটি হলো ঃ www.fobana2007ks.com

আমেরিকার মূলধারা ও নতুন প্রজন্মের সেতুবন্ধন

ফোবানা উচিটা ক্যানসাসের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর

গত ৮ জুলাই, ২০০৭, রবিবার সকাল ১১টায় ফোবানার প্রত্যেকটি কার্যকরী কমিটি ২১তম বাংলাদেশ সম্মেলনকে সার্থক করার জন্য একটি টেলিকনফারেন্স করেন। টেলিকনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন কনভেনর রবিউল আলম, মেম্বার সেক্রেটারী রেহান রেজা, চিফ-কোঅর্ডিনেটর দেওয়ান জামির, কো-কনভেনর নজরুল ইসলাম ও নাবিল আহমেদ কো-কোঅর্ডিনেটর আনোয়ার হোসেন, নাজমুল আখতার এবং মোহাম্মদ সুমন। ফাইন্যান্স কমিটি চেয়ারম্যান ইশতিয়াক খান, ম্যাগাজিন কমিটি চেয়ারম্যান ডঃ ফাহিম আহমেদ, কালচারাল এফেয়ার্স রেহনুমা পারভীন, স্টেজ ডিজাইন চেয়ারম্যান ডঃ মাহবুব রশীদ, ফুড এন্ড স্টল চেয়ারম্যান রূপম দেব। আগামী ৩১ আগস্ট, ২০০৭ থেকে সেপ্টেম্বর ১,২ -এ আসন্ন ক্যানসাস উচিটা শহরের ফোবানাকে সার্থক করার জন্য বিভিন্ন বিভাগের কার্যকরী পদক্ষেপকে সফল করার জন্য আলাপ আলোচনা করা হয় এই টেলিকনফারেন্সে। ফোবানা স্বাগতিক কমিটির রেজিস্ট্রেশন কমিটির জানান, এ পর্যন্ত ৫৫টি সংগঠনকে ফোবানার রেজিস্ট্রেশন প্যাকেজ পাঠানো হয়েছে। ফোবানা কর্মকর্তারা আশাবাদী পঞ্চাশেরও অধিক সংগঠন এবারের ক্যানসাস উচিটার ফোবানা সম্মেলনে অংশ নিবে।

ফোবানা কমিটি জানান, এবারে বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিরা হলেন -ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যান্ড কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ নজরুল ইসলাম, কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন, গবেষক এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান এবং দি ডেইলী স্টার পত্রিকার সম্পাদক মাহফুজ আনাম। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত অতিথিরা হলেন ক্যানসাস গভর্নর ক্যাথলিন সিবলাস, ইউ এস সিনেটর প্যাট রবার্ট, ইউ এস কংগ্রেসম্যান ড্যানিস ম্যুর, ন্যান্সি বয়োডা, টডটি হার্ট, সেক্রেটারী অব স্টেট রনর্থন বার্ড, এটর্নি জেনারেল পল মরিসন, স্টেট সিনেটর ডোনাল্ড বিটস, স্টেট রিপ্রেজেনটেটিভ রজ গোয়েল, উচিটা মেয়র কার্লোস মায়ারস ও জাহান হাসান। এই প্রথমবারের মত ফোবানাকে মূলধারার সাথে এই প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে এবং এটা হতে যাচ্ছে ২১ বছরের ফোবানা সম্মেলনের ইতিহাসে মাইলস্টোন। ফোবানায় আমন্ত্রিত হয়ে আসছে প্রবাসের ও বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পীরা।

স্বাগতিক সংগঠন জানান, ম্যাগাজিনে লেখা, ট্যালেন্ট শো এবং অর্গানাইজেশনের রেজিস্ট্রেশন করার শেষ তারিখ আগামী ৩১ জুলাই, ২০০৭। বিভিন্ন সংগঠন যারা ফোবানার তিন দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দলীয় এবং এককভাবে অংশগ্রহণ করতে চান, তাদেরকে আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে কালচারাল সেক্রেটারী রেহনুমা পারভীনের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। তারা আরও জানান, আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে হোটেল বুকিং দিলে ডিসকাউন্ট রেইটে .. পৃ..২

ক্লোজ আপ ওয়ান লস এঞ্জেলেস

একুশ রিপোর্ট:

২১ জুলাই, ২০০৭ হয়ে গেলো ক্লোজ আপ ওয়ান কনসার্ট। লস এঞ্জেলেসের ফাউন্ডার্স চার্চ অডিটোরিয়ামে প্রায় হাজার খানেক দর্শকের উপস্থিতিতে ক্লোজ আপ ওয়ান -২০০৬, সেরা দশের এই অনুষ্ঠানটি ছিল উপভোগ্য। প্রায় দুই ঘন্টা দেরীতে অনুষ্ঠানটি শুরু হওয়া সত্ত্বেও লস এঞ্জেলেসের দর্শকরা ছিল যথেষ্ট সহনশীল। দর্শকদের সস্নেহ এই দৃষ্টিভঙ্গিটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। ছেলেমেয়েরা এ সময় সাব্বিরের সাথে নেচে গেয়ে আনন্দ করেছে।

কিশোর, নিশিতা ও মুহিন একে একে গেয়ে ওঠে, 'আমি নির্বাসনে যাবো না', তোমরা একতারা বাজাইওনা', 'রংধনু ভালো লাগে', 'তোমার ঘরে বাস করে', 'যে মাটির বুকে' এবং সোলস ও মাইলস-এর গান। রন্টির 'আমার দুই চোখে দুই নদী', 'এ এমন পরিচয়' আর 'সোনা বন্ধু তুই আমারে' গানগুলি দর্শকদের মাতিয়েছে।

নতুন প্রজন্মের কনসার্ট ক্লোজ আপ ওয়ান এর ছেলেমেয়েদের উচ্ছ্বাস । ছবি–একুশ

গুণী উপস্থাপক দেবাশীষ ও মিষ্টি মেয়ে কণার স্বচ্ছন্দ উপস্থাপনা এবং আন্তরিকতা অনুষ্ঠানের উপভোগ্যতা বাড়িয়েছিল। ''আমায় ভাসাইলিরে, আমায় ডুবাইলিরে'' পলাশের এই গানটি নিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। সালমা, রন্টি, মুহিন ছাড়া অন্য শিল্পীরাও দু'টি করে গান পরিবেশন করে। পুতুল, পুলক, বাধন একে একে গেয়ে ওঠে, 'আমার কোন জায়গা নাইরে', 'ও মাঝি নাও ছাইড়া দে', 'গান গাইয়া আমার মনরে বুঝাই', 'যে ছিল দৃষ্টির সীমানায়' এবং 'কৃষ্ণ আইলো'। এরপর সাব্বির এসে পরী, ওরে ওরে যাসনারে পাগলা হাওয়ার তলে গেয়ে দর্শকদের মাতিয়ে তোলে। নতুন জেনারেশনের

সর্বশেষ আকর্ষণ ক্লোজ আপ ওয়ান তারকা সালমা বেশ নাটকীয়ভাবে দর্শকদের মাঝখান থেকে হেঁটে মঞ্চে আসে। এ সময় দর্শকরা তাকে করতালির মাধ্যমে অভিনন্দিত করতে থাকে। সালমা প্রথমে তার নতুন এলবামের একটি আঞ্চলিক গান উপহার দেয়। এরপর তার বিখ্যাত দু'টি গান 'আমার এক নয়ন' ও 'একটা তাবিজ বানাইয়া দে' গানগুলি গেয়ে দর্শকদের প্রশংসা কুড়ায়।

শিল্পী ও উদ্যোক্তাদের প্ল্যাকার্ড প্রদান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সমবেত কণ্ঠে তারুণ্যদীপ্ত ও অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি টানা হয়।

আমেরিকায় অবৈধ ইমিগ্রান্টদের আইডি দিচ্ছে নিউ হ্যাভেন

বিবিসি অনলাইন

আমেরিকার কানেকটিকাট স্টেটের নিউ হ্যাভেন সিটির অবৈধ ইমিগ্রান্টদের আইডি কার্ড দেয়া শুরু হয়েছে। আমেরিকায় প্রথমবারের মতো এ আইডি কার্ড দেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

নিউ হ্যাভেন সিটির ১২ হাজার অবৈধ ইমিগ্রান্টকে এ কার্ড দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে শুধু নিউ হ্যাভেন সিটি অবৈধ নাগরিকদের এ আইডি কার্ডের সুবিধা দিচ্ছে। সেখানকার কয়েকজন পলিটিশিয়ান বলেন, এ ধরনের পরিকল্পনা অবৈধ ইমিগ্রান্টদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে সাহায্য এবং অপরাধ কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করবে। মেয়র জন ডি স্টেফানে বলেন, এ কার্ড দেয়ার ফলে তারা অপরাধের বিরুদ্ধে খুব সহজে অভিযোগ করতে পারবে যা এতোদিন পারেনি। এর ফলে তারা পুলিশের হয়রানি থেকেও মুক্তি পাবে এবং একটি শক্তিশালী কমিউনিটিও গড়তে পারবে। এ আইডি কার্ডের স্কিমটি গত মাসে অনুমোদন হয়েছে বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ বলেছে, এ ধরনের কার্যক্রম অবৈধ ইমিগ্রান্টদের উৎসাহিত করছে। প্রতিপক্ষ বিল ফারেল বলেন, এটা এ অঞ্চলে অবৈধ ইমিগ্রান্টদের জন্য মাদুর পেতে স্বাগতম জানান ছাড়া আর কিছুই নয়।

লালু ভাইয়ের আর্থিক সাহায্যার্থে সংগীত সন্ধ্যা

সুবুদ সেন্টারে অনুষ্ঠিত ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠানে। হায়দার হুসেনের একক সংগীতানুষ্ঠান। ছবি-একুশ

গত ১৩ জুলাই, ২০০৭, শুক্রবার, লস এঞ্জেলেসের সুবুদ সেন্টারে ছিলো অভিনেতা 'লালু ভাইয়ের জন্যে আর্থিক সাহায্যে সংগীত সন্ধ্যা'। রাত ৯:৩০ মিনিটে শঙ্কু আইচ অনুষ্ঠানের সূচনা ঘোষণা করেন। তিনি সাবিনা ইয়াসমিনের রোগ মুক্তি চেয়ে সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন। 'যদি কিছু মনে না করেন' এর কইন চেইন দেহী সেই লালু ভাইয়ের জীবনের বর্তমান অবস্থা বিস্তারিতভাবে উপস্থিত দর্শকদের অবহিত করেন। শঙ্কু আইচ দর্শকদের সামনে শিল্পী মামুন রিয়াজীকে অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেন।.পৃ.৬

লস এঞ্জেলেস প্রবাসী হারিস মাহমুদ ওমরাহ করতে গিয়ে স্ত্রী হত্যার দায়ে মক্কায় মৃত্যু পথযাত্রী

একুশ রিপোর্ট

গত ৮ জুলাই, ২০০৭, রবিবার সকালবেলা মক্কায় কোন এক হোটেলের রুমে বসে নাস্তা করছিলো হারিস মাহমুদ (৫০), স্ত্রী রুবী (৪৩), পুত্র এমরান (২১) এবং হাসান (১৮)। স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। দুই পুত্র এ ধরণের ঝগড়াঝাটি সারা জীবন দেখে এসেছে। কিন্তু মূহুর্তের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক ঘটনা অনিয়মের মাঝে পড়ে গেল। ক্ষিপ্ত হয়ে হারিস মাহমুদ স্ত্রীর গলা টিপে ধরে এবং এই গলা টিপে ধরে রাখার সময় ছিল ২ মিনিট ১৭ সেকেন্ডের মতো। ফলে ২ মিনিট ১৭ সেকেন্ডের মধ্যে রুবী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অথচ আর মাত্র দু'ঘন্টা পর তাদের দেশে ফিরে আসার কথা। সেই আসা রুবীর আর হলো না। হারিসের ফিরে আসা হবে কিনা তা কেউ বলতে পারে না। কারণ সৌদি আইনে তার মৃত্যু অবধারিত। শুধু দুই পুত্র এমরান ও হাসান গত ১৫ জুলাই ফিরে এসেছে লস এঞ্জেলেসে। জানা গেছে, হারিস মাহমুদ নিজে স্বীকার করেছে, তিনি রাগের বশবর্তী হয়ে গলা টিপে স্ত্রীকে হত্যা করেছে এবং দুই পুত্রও স্বীকার করেছে। তবে পুত্রদ্বয় বাবার মৃত্যুদ রহিত করার জন্য সৌদি সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে এবং রুবীর আত্মীয়-স্বজন সৌদি সরকারকে লিখিতভাবে চিঠি পাঠিয়েছেন বলে বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ। চিঠিতে লেখা আছে, তারা পারিবারিকভাবে হারিস মাহমুদকে ক্ষমা করে দিয়েছে। নিয়ম আছে বিচারে মৃত্যুদ হলে, পারিবারিক আবেদনের কারণে ইচ্ছা করলে কাজী বা বিচারক মৃত্যুদ লাঘব করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করতে পারেন। বিষয়টি এখন সময়ের অপেক্ষায়।

সৌদি সরকারের আইনে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এমন কি আমেরিকার হস্তক্ষেপও কোন কাজ হবে না। তারা তাদের আইনে যেটা সাব্যস্ত করবে, তাই হবে।

ঘটনা ঘটার পরে (৮ জুলাই, ২০০৭) সৌদি পুলিশ লস এঞ্জেলেসে বসবাসরত বাংলাদেশী আমেরিকান স্যান বার্ণডিনো (ডিস্ট্রিক -৮) ক্যাল ট্র্যান্সের কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্ব হারিস মাহমুদ ওরফে সিলেটের আবু তাহের বাবলুকে (গোলাপগঞ্জ, বাদেশ্বর) স্ত্রী হত্যার দায়ে গ্রেফতার করে।

নহত রুবীর চার বোন, দুই ভাই ও মাতা লস এঞ্জেলেস্থ এলাকায় বসবাস করেন।.পৃ.২

বাংলাদেশের সরকার ও সেনাপ্রধানের সঙ্গে কথা বলতে কন্ডোলিৎসা রাইসকে চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেস সদস্য ইভেটি

দুলাল আহমদ চৌধুরী:

নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিন অঞ্চলের অন্যতম কংগ্রেস সদস্য ইভেটি ক্লার্ক অবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার ও নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমদের সঙ্গে কথা বলতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইসের কাছে চিঠি দিয়েছেন। গত ২৪ জুলাই ইভেটি ক্লার্কের এই চিঠিটি কন্ডোলিৎসা রাইসের অফিসে পাঠানো হয়েছে।খবর নিউজ ওয়ার্ল্ডের ইভেটি তার চিঠিতে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, গত ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়েছে। এরইমধ্যে সরকার প্রায় দু'লক্ষাধিক মানুষকে গ্রেফতার করে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকাদেশ দিয়ে রেখেছে। মাত্র ২১ বোতল মদের জন্য সাবেক একজন মন্ত্রীকে দেয়া হয়েছে ১২ বছরের জেল।

বর্তমান সামরিক সরকারের অধীনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিশেষ বিচারালয়। যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। যা জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ৯ অধ্যাদেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। একারণেই জাতিসংঘ অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে আটকাদেশ অবস্থায় বন্দি মৃত্যুর বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে টুইসডে গ্রুপ হিসেবে পরিচিত অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, জাপান, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, দক্ষিণ কোরিয়া, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের দূতরা ইন্দোনেশিয়ার পর বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ না বলে এখন পাকিস্তানের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক শাসনের দেশ বলে বাংলাদেশকে আখ্যা দিচ্ছেন। সর্বশেষ গ্রেফতার করা হয়েছে শেখ হাসিনাকে। জরুরি বিধিমালায় তার বিচার প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শেখ হাসিনার পক্ষে আদালতে জামিন চাওয়ার সুযোগ নেই। ইভেটি তার চিঠিতে বলেন, মাত্র এক সপ্তাহ আগে ডিজিএফআই-এর বিরুদ্ধে কথা বলার পর পরই গ্রেফতার করা হয় শেখ হাসিনাকে। এর আগে তাকে নির্বাসনে পাঠানোর চেষ্টা করে সরকার ব্যর্থ হয় আন্তর্জাতিক চাপের কারণে। একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। বাংলাদেশের বর্তমান সামরিক সমর্থিত সরকার এবিষয়টি উপলব্ধিতে নিয়ে বর্তমান সমস্যার সুরাহা করবে বলে তিনি আশা করেন।

দুনেত্রী দেশকে দুঃশাসন দিয়েছেন : জেনারেল মইন

ডেস্ক রিপোর্ট : সুলেরী জামান: সম্প্রতি যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, দুনেত্রীই দেশকে সম্পূর্ণ দুঃশাসন দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া থেকে প্রকাশিত গে-ৗবাল বাংলাদেশ ম্যাগাজিনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ এ কথা বলেছেন।

ওই সাক্ষাৎকারে তাকে একপর্যায়ে প্রশ্ন করা হয় আপনি স্পষ্টতই এটি মনে করেন না যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনা কোনও ভূমিকা পালন করতে পারে না। জবাবে জেনারেল মইন বলেন, ওয়েল, তাদের মধ্যে কেউ একবার বা দুবার দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। দুর্নীতি সংক্রান্ত সাম্প্রতিক সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে দেখা গেছে, তারা উভয়ে দেশকে সম্পূর্ণ দুঃশাসন দিয়েছেন। সে কারণে আমি সত্যিই ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে জানতে চাই যে, এই জাতি এভাবে পালাক্রমে ক্ষমতা ধরে রাখা এবং ক্ষমতায় থেকে দুর্নীতি, দুঃশাসন ও সমাজে সংগঠিত অপরাধ সংঘটনের এত বড় সুযোগ কি কখনও কাউকে দিয়েছিল? বাংলাদেশের জনগণই তাদের ভবিষ্যৎ ভূমিকা নির্ধারণ করবে।

শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া ও অন্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনতে এতটা বিলম্ব কেন এই প্রশ্নের জবাবে জেনারেল মইন বলেন, আমার মনে হয়, আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাঠামো খুবই ছোট। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) হাল কী ছিল তা আপনি জানেন। দুদকের আইনগুলো ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং সেগুলো সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। ফলে দুর্নীতি দমনের গোটা প্রক্রিয়া যেভাবেই হোক মন্থর হয়ে পড়ে। অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যেহেতু আমরা সঠিক পন্থায় সঠিক কাজটি করছি, তাই যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সমর্থন আমাদের থাকবে। সূত্র : মানবজমিন।

জয়-এর সাথে একুশ-এর একান্ত সাক্ষাতকার

মার বিরুদ্ধে প্রদত্ত মামলা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমার মা ষড়যন্ত্রের শিকার মাত্র।

কাজী মশহুরুল হুদা:

একুশ-এর জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ নেত্রীর বিরুদ্ধে মামলা ও আটকাদেশ সম্পর্কে শেখ হাসিনার পুত্র ওয়াজেদ জয়ের সাথে টেলিফোনে একান্ত সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করেন সোহেল রহমান বাদল (সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্ণিয়া, যুক্তরাষ্ট্র)। একুশ-এর পক্ষ থেকে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম আওয়ামী লীগ নেত্রী আপনার মা, শেখ হাসিনাকে চাঁদাবাজির মামলায় গ্রেফতার করেছেন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এ প্রসঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত অভিমত কি ? প্রতি উত্তরে জয় বলেন যে, আমার অভিমত হলো যে তাকে রাজনীতি থেকে সরানোর জন্য এটা একটা ষড়যন্ত্র। কারণ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, তাদের এখন ক্ষমতার লোভ হয়ে গেছে, সেজন্য বেআইনীভাবে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে থাকতে চায়। শুধু যেহেতু আমার মা শেখ হাসিনা তাদের আসল রূপ প্রকাশ করে যাচ্ছেন সেজন্য উনাকে এখন চুপ করানোর জন্য বন্দী করানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত মামলা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমার মা ষড়যন্ত্রের শিকার মাত্র। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের এখন মোকাবিলা করতে হবে। ..পৃ..২

বসুন্ধরার চেয়ারম্যানসহ সাতজনের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা

কর ফাকির মামলায় বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান (শাহ আলম), তার স্ত্রী-পুত্রসহ সাতজনের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকার সিনিয়র বিশেষ জজ মোঃ আজিজুল হক বাদীর বক্তব্য শুনে মামলাটি আমলে নিয়ে আসামিদের বিরুদ্ধে এ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। ৩১ জুলাই এ মামলার রিপোর্ট দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

৮ কোটি ২৬ লাখ ৯০ হাজার ৩৮৩ টাকা কর ফাকির অভিযোগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) উপ-কর কমিশনার কবির উদ্দিন মোল্লা বাদী হয়ে বসুন্ধরা গ্রুপের বিরুদ্ধে এ মামলাটি করেন। গতকাল দুপুরে ঢাকার সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে মামলাটি করা হয়।

মামলার এজাহারে বলা হয়, অভিযুক্তরা ২০০৪ থেকে ২০০৭ কর বর্ষে ৮ কোটি ২৬ লাখ ৯০ হাজার ৩৮৩ টাকা কর ফাকি দিয়েছেন। অভিযুক্তরা বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডের পক্ষে পরস্পর যোগসাজশে ওই টাকার কর ফাকি দিয়েছেন। ওই পরিমাণ কর ফাকি আয়কর অধ্যাদেশ ও জরুরি ক্ষমতা বিধিমালায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মামলায় ১ নাম্বার আসামি করা হয়েছে বসুন্ধরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স লিমিটেডকে। অন্য আসামিরা হলেন বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান (শাহ আলম), প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও শাহ আলমের স্ত্রী আফরোজা বেগম, ছেলে সাদাত সোবহান, সাফায়েত সোবহান, সায়েম সোবহান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট এম এম কুদ্দুস।

যাযাদি রিপোর্ট

৩২ হাজার অভিবাসী সৈন্যের মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ

এএফপি, ওয়াশিংটন

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৫ জন বিদেশীকে মার্কিন নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে। ১৪টি দেশের এসব নাগরিকের বেশিরভাগই সৈনিক। ইরাক যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ৩২ হাজারেরও বেশি অভিবাসী সৈন্যকে মার্কিন নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে।

উলেখ্য, প্রতি বছর ৭ লাখেরও বেশি অভিবাসীকে মার্কিন নাগরিকত্ব দেয়া হয়। এই নাগরিকত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মার্কিন সামরিক বাহিনীতে যোগদানকারী বিদেশীরা প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। নাগরিকত্ব প্রদান অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেয় তিন অভিবাসী। মার্কিন সামরিক উর্দি পরিহিত এই তিনজনের একজন ইরাকি, একজন মেক্সিকান ও অপরজন কলম্বীয়। এদের এক হাতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদে পতাকা, অন্য হাতে এক কপি সংবিধান।

অনুষ্ঠানে মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সার্ভিসের পরিচালক অ্যামিলিও গঞ্জালেজ বলেন, 'আপনারা বিশ্বের বিশেষ একটি ক্লাবের সদস্য।' তিনি আরো বলেন, 'আপনারা বিশ্বের বৃহত্তম দেশটির নীতি-আদর্শ সংরক্ষণের শপথ নিয়েছেন।'

গঞ্জালেজ নিজেও একজন অভিবাসী আমেরিকান। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে হামলার পর সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত সব অভিবাসীকে মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্ণিয়ার আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনার আটকাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি

গত ১৫ জুলাই, ২৯৯৭, রবিবার লস এঞ্জেলেস্থ বাংলাদেশ সেন্টারে রাত ১০:৩০ মিনিটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্ণিয়া শাখা সহ অত্র এলাকার সকল অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে শেখ হাসিনার আটকাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আহুত সাংবাদিক সম্মেলনের আহ্বান করে। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্যে জানায় যে, ..পৃ..২

প্রিয় দেশবাসী

আমার সালাম নিবেন। আমাকে সরকার গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় জানিনা। আমি আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যেই সারাজীবন সংগ্রাম করেছি। জীবনে কোন অন্যায় করিনি। তারপরও মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও আপনারা দেশবাসী, আপনাদের উপর আমার ভরসা। আমার প্রিয় দেশবাসী, বাংলাদেশ আওয়ামী ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীদের কাছে আবেদন, কখনও মনোবল হারাবেন না, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন। যে যেভাবে পারবেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবেন। মাথা নত করবেন না। সত্যের জয় হবেই। আমি আছি আপনাদের সাথে, আমৃত্যু থাকবো। আমার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন আপামর বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। জয় জনগণের হবে। জাতির জনক শেখ মুজিবর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়বই। দুঃখী মানুষের পাশে থাকবো।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনার খোলা চিঠি

একুশ ডেস্ক

সজীব ওয়াজেদ জয় টেলিফোনে মা শেখ হাসিনার সাথে কথা বলছিলো, তখন বাড়ির বাইরে প্রতিরক্ষা বাহিনী বেষ্টিত রয়েছেন শেখ হাসিনা। কথা বলতে বলতে হঠাৎ ফোন লাইনটা কেটে গেলো। জয় এরপর আর মায়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। শেখ হাসিনা বুঝতে পারলেন তাকে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা হচ্ছে। তিনি একটি খোলা চিঠি লিখলেন। তার দু'ঘন্টা পর শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয়। খোলা চিঠিটি জয়ের কাছে পৌছে যায়। জয় চিঠিটি কপি করে পাঠায় সোহেল রহমান বাদলকে। বাদল খোলা চিঠিটি সর্বসাধারণের জন্য একুশ-কে প্রকাশ করতে অনুরোধ জানায়। আমরা চিঠিটি হুবহু ছেপে দিলাম।

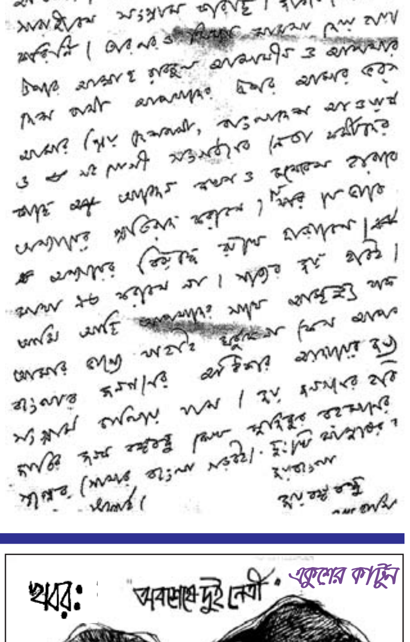

''ভাবসঙ্গীতের শিরোমণি হলেন লালন''

ফরিদা পারভীন ও এক ব্যতিক্রম সাক্ষাতকার

মুকতাদীর চৌধুরী তরুণ

ফকির লালন শাহ'র আধ্যাত্মিকতায় রয়েছে এক বিশাল ভাবধারা। তিনি সেই রহস্যময় ভাবধারার স্বপ্নময় বিশ্বে একমাত্র সম্রাট যেখানে তিনিই একমাত্র কোন অনির্বচনীয় শক্তির প্রভাবে তন্ময় হয়ে থাকতে পেরেছিলেন। তাঁর মনোমন্দির বোধ করি এক অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে থাকতো। তাইতো তিনি বলতে পেরেছিলেন ঃ

''চেয়ে দেখনারে মন, দিব্য নজরে
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে।
হ'লে সে চাঁদের সাধন, অধর চাঁদ হয় দরশন
আবার চাঁদের চাঁদেতে আসন
রেখেছে ফিকিরে ।''

লালন ফকিরের নাম বাংলার সমাজ জীবনে এখন আর অজ্ঞাত নয়। তাঁর ধর্মভাব ও কবিসুলভ নির্মল হৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায় ..পৃ ..৮

লস এঞ্জেলেসে এক সংগীত সন্ধ্যায় ফরিদা পারভীন । অনুষ্ঠানে তাঁর গানের সাথে প্রখ্যাত বাঁশী-বাদক গাজী আবদুল হাকিম। ছবি-একুশ।

জাতিকে আলোর পথে যেতে কত দিন

সৈয়দ এম হোসেন বাবু

পৃথিবীর সকল রাজনৈতিক দল পরিচালিত হয় মূলত ইংরেজীতে বলে ডোনেশান, বাংলায় বলা হয় চাঁদার উপর নির্ভর করে। এই চাঁদা বা ডোনেশান মূলত আসে ব্যবসায়ী মহল থেকে। প্রতিটি দেশেই কিছু কিছু ব্যবসায়ী আছে যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীকে একটি মোটা অংকের অর্থ ডোনেশান বা চাঁদা দিয়ে থাকে এবং সময় মতো তা সুদে-আসলে উসুল করেও নেয় বিভিন্ন কাজের অনুমোদনের মাধ্যমে উক্ত নেতা বা নেত্রী ক্ষমতা দখল করার পর। এই বিষয়ে উভয়েই তা ভালো ভাবেই জেনে শুনে উক্ত অর্থ আদান প্রদান করে থাকে। এখানে অর্থাৎ আমেরিকায় চাঁদা বা ডোনেশানের বৈধতা আছে। এমন কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে উক্ত প্রদানকৃত অর্থ বছর শেষে সরকার তা ফেরত দিয়েও থাকে। যদি তা সমাজসেবা বা স্থানীয় সরকার পরিচালনা করার জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

তবে যদি কেউ কোন রাজনৈতিক নেতা বা দলকে চাঁদা দিতে চান, ..পৃ..৩